দৈনিক জনকণ্ঠ 24

তারিখ ... 12 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

গাজীপুরে দেশের প্রথম মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে

গাজীপুরে দেশের একমাত্র মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত এখন প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে। ব্যতিক্রমধর্মী এই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইতোমধ্যে একটি খসড়া অধ্যাদেশও প্রণয়ন করা হয়েছে বলে জানা যায়।

খসড়া অধ্যাদেশটি গৃহীত হলে এই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়টি সাবেক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিত্যক্ত স্থানে হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নবগঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধুনিক চিকিৎসাসেবা ও সব ধরনের মেডিক্যাল শিক্ষার সুব্যবস্থা থাকবে। দেশের সকল সরকারী ও বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে বলে খসড়া অধ্যাদেশে নিয়ম করা হয়েছে। তবে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের ডেন্টাল ও নার্সিং কলেজগুলো ছাড়া বাকিগুলোর নীতি নির্ধারণ, শিক্ষার মান নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও সনদপত্র বিতরণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিধির মধ্যে থাকবে বলে সূত্র মতে জানা গেছে।

মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে ত্রিমুখী নিয়ন্ত্রণের ফলে সৃষ্ট তীব্র জটিলতা প্রস্তাবিত এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর প্রশমিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতর নিয়ন্ত্রিত সরকারী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নীতিমালা, পরীক্ষা, শিক্ষক ও ছাত্র নির্বাচন, নিয়োগ ও বদলি, শিক্ষা উপকরণ, লাইব্রেরিতে বই ও জার্নাল সরবরাহসহ বিভিন্ন বিষয় নবগঠিত এই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে করা হবে। এ ছাড়া বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল প্রণীত কোর্স কারিকুলামও নিয়ন্ত্রণ, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত একাডেমিক কারিকুলাম ও পরীক্ষা গ্রহণ এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণের কাজ এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই করা হবে।

এতদিন বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতর এবং দেশের তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে মেডিক্যাল শিক্ষা ব্যবস্থায় ত্রিমুখী নিয়ন্ত্রণ বিদ্যমান থাকার কারণে সরকারী ও বেসরকারী মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে কোনরূপ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারছে না। যে কোন সামান্য কারণেও প্রতিষ্ঠানগুলোকে এতদিন স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় বাধ্যতামূলকভাবে দৌড়াতে হতো। মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে এই সব সমস্যার সমাধান হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতা, ঘনঘন শিক্ষক বদলি, সরকারী ব্যবস্থাপনায় আর্থিক বরাদ্দের স্বল্পতা ও নানাবিধ জটিলতা সৃষ্টির কারণে দেশের স্বাস্থ্যশিক্ষার মান অত্যন্ত নিম্নগামী ছিল। জানা যায়, এর ফলে সাধারণ চিকিৎসার জন্যও দেখা গেছে ভুক্তভোগী রোগীদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছুটতে হয়েছে, হচ্ছে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র মতে, এইসব বিবেচনা করেই স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় দেশের মেডিক্যাল কলেজসমূহ ও ইনস্টিটিউটগুলোর স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উদ্দেশ্যে গত বছরের ২৫ জুন একটি কমিটিও গঠন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যানকে সভাপতি করে গঠিত ২৫ সদস্যের এই কমিটিকে ৬ মাসের মধ্যে মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহের স্বায়ত্তশাসন ও দেশে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সুনির্দিষ্টভাবে সুপারিশ পেশ করার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবিত মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপরেখা কি হবে এবং তার অধীনে দেশের মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউটসমূহের সম্পর্ক কি হবে তা ব্যাপকভাবে আলোচনার মাধ্যমে একটি খসড়া অধ্যাদেশ তৈরির জন্য ৮ সদস্যের একটি উপকমিটিও গঠন করা হয়।